দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 04 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম 3 ...

011

ঠাকুরগাঁ সদর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

।। আখতার হোসেন রাজা ।।

ঠাকুরগাঁ, ২রা আগষ্ট ।-- বিদ্যালয়গৃহের অভাব ও দৈন্যদশা, চেয়ার টেবিল বেঞ্চসহ আসবাবপত্রের চরম সংকট এবং শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতার কারণে ঠাকুরগাঁ সদর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে। গত এক দশকে এ সংকট নিরসনে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

উপজেলার ১৮টি ইউনিয়নে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ১৭৮টি। এর মধ্যে মাত্র ৩৫টি বিদ্যালয়ে আধাপাকা ঘর আছে। পৌর এলাকার ৬টি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এত বেশী যে, স্থান সংকুলান হয় না। আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণেরও অভাব রয়েছে। কোনটিতেই পায়খানা প্রস্রাবখানা নেই। বেশীরভাগ বিদ্যালয়ে খাবার পানির ব্যবস্থাও নেই। ৫০টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্রসহ শিক্ষা উপকরণ দূরে থাক, বিদ্যালয়গৃহের বেড়া নেই, নেই কোন দরজা-জানালা। কেবল ছাত্র-ছাত্রী নয়, এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকেও বসার জন্য বাড়ী থেকে মাদুর নিয়ে আসতে হয়। ২০টি বিদ্যালয়ে মাত্র ৩টি করে নড়বড়ে চেয়ার ও ১০/১২ টি বেঞ্চ আছে, কিন্তু ব্লাক বোর্ডসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ নেই।

২১টি বিদ্যালয়ে কোন বিদ্যালয়গৃহ নেই, নেই কোন আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ। বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিদ্যালয়গৃহগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীতে সংস্কার ও মেরামতির অভাবে এগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমানে এই ২১টি বিদ্যালয়ের জমি ছাড়া কিছু নেই ফলে কোথাও বা গাছতলায়, আবার কোথাও বা অবস্থাপন্ন লোকের বৈঠকখানায় এ সকল বিদ্যালয়ের ক্লাস হচ্ছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে দিতে হয়, তেমনি প্রচণ্ড রোদেও ছাত্রছাত্রীরা চরম কষ্টভোগ করে। এ ধরনের ২১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে : উপজেলার বাকুন্দা, শিবগঞ্জের পূর্বপারপুগী, সাংঘাটা, জায়গীরহাট, কোচাপুকুর, উপর পুরীহাট, কচুবাড়ীহাট, পণ্ডিতপাড়া, সেনিহারী ধনতলা, মিলনপুর, খড়িবাড়ী, ছেপরিখুড়া, মাধবপুর, আবাজী বালিয়া পাড়া, খালিসাকুড়ি (দেবীপুর), বহরপাড়া, আবাজী পাইকপাড়া, পাটিয়াডাঙ্গা, কিসমত চামেশ্বরী, কদমরসুল ও ফকজনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। দীর্ঘ এক যুগেও এ সকল বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বরং এই সকল বিদ্যালয়ে সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া চলছে বলে উপজেলা শিক্ষা অফিস নিয়মিতভাবে উর্ধতন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে আসছে।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার এই করুণ অবস্থা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম সংকট সৃষ্টি করেছে। অভিভাবকরা ছেলে মেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে ফলে ক্রমাণ্বয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমছে।